গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

৪৮ বর্ষ ❀ এপ্রিল ❀ শ্রীশ্রীমধুপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ ২০১১ ❀ ৯ম সংখ্যা

❀ পারমার্থিক ❀

❀ মাসিকপত্রিকা ❀

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@cal3.vsnl.net.in
visit us : www.gaudiyamission.com
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর,
মেদিনীপুর (পূর্ব) মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৯০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃ বঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-
211006 (ইউ. পি.) ফোন ঃ-2500925 STD-0532
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৯৭৬০২৭৭৮৭৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016 ফোন-26868743 STD-011
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118 ফোন-291709 STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163 ফোন-244-484 STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ -৯৪৩৪৩৪৫৪৩৫
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিমপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। শ্রী গৌড়ীয় মঠ, রিহাবাড়ী (মিলনপুর),
গুয়াহাটী-৮, ফোন ঃ 0361-2732049
৩৬। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৭। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১৬৩
২।	শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত	শ্রীল প্রভুপাদ	১৬৪
৩।	হরিকথা-প্রসঙ্গ	শ্রীল আচার্য্যদেব	১৬৫
৪।	নিয়ন্ত্রিত জীবন লাভের উপায় এবং সার্থকতা	শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ	১৬৬
৫।	গোলকে কংস	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ (সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)	১৬৯
৬।	শ্রীশ্রী গুরুপূজা মহোৎসব	শ্রীপাদ প্রপন্নকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী (কুরুক্ষেত্র)	১৭০
৭।	গৌড়লীলা কথা	অনিমা দাসী, জলপাইগুড়ি	১৭২
৮।	শ্রীনবদ্বীপ ধামে গৌরকথা সপ্তাহ ও পরিক্রমা	শ্রীপাদ সদানন্দ দাস (কোলকাতা)	১৭৩
৯।	শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারণী বিবরণী	শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ (সহসেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)	১৭৫

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

''ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন ।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥''
— শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

''ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥''
— শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৪৮ বর্ষ ❀ এপ্রিল ❀ শ্রীশ্রীমধুপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ ২০১১ ❀ ৯ম সংখ্যা

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা

জীবতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

মনের দ্বারা কি চিজ্জগদ্-দর্শন হয়?

''মায়াবদ্ধ যতক্ষণ, থাকেত' জীবের মন,
জড় মাঝে করে বিচরণ।
পরব্যোম জ্ঞানময়, তাহে তব স্থিতি হয়,
মন নাহি পায় দরশন ॥''

—'যামুনভাবাবলী' ৭।১, গীঃ মাঃ

অর্থী ও পরমার্থীর ভেদ কোথায়?

''অর্থীর ও পরমার্থীর কোনপ্রকার বাহ্য-ভেদ নাই, কেবল অন্তনিষ্ঠার ভেদ-মাত্র।''

—পরমার্থী কে?', সঃ তোঃ ৪।১

মুক্তাবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' অভিমান কিরূপ?

''মুক্ত-অবস্থায় 'আমি' ও 'আমার'—অভিমান সমস্তই চিন্ময় ও নির্দ্দোষ।'' *—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ*

একমাত্র ভোক্তা কে? জীব কি ভোক্তা নহে?

''জীব কখনও জীবের ভোক্তা নয়; সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।''

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

ভক্তিহীন, অথচ গুণী পুরুষের জীবনের কি কোন মূল্য নাই?

''কৃষ্ণভক্তিবিহীন সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবেরও জীবন বিফল।'' *—পরমার্থী কে?', সঃ তোঃ ৪।১*

মুক্ত ও বদ্ধ-দশায় পার্থক্য কি?

''মুক্তাবস্থায় আমরা চিৎস্বরূপ; বদ্ধাবস্থায় আমরা চিদাচিদাভাসস্বরূপ। মুক্তাবস্থায় আমাদের বৈকুণ্ঠরস সেব্য; বদ্ধাবস্থায় তাহাই আমাদের অনুসন্ধেয়।''

—প্রেঃ প্রঃ ৯ম পঃ

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

অনেকে জিজ্ঞাসা ক'রতে পারেন যে, নানাস্থান ভ্রমণ ক'রে কি প্রয়োজন? বিশেষতঃ বাড়ীতে ব'সে থেকে যদি হরিসেবা হয়, তবে অন্যত্র যাওয়ার বা কি দরকার? বাড়ীতে ব'সে থা'ক্‌লে আমরা সাধুগণের সহিত মিলিত হ'তে পারি না—তাঁদের নিকট হ'তে কথবার্ত্তা শুনিবার অবসর পাই না। আমাদের যখন কাজ না থাকে, তখন অপকর্ম্ম ক'রে বসি—বাজে গল্পগুজবে পরানন্দায়, পরচর্চ্চায় সময় কাটিয়ে দিই। সাধুদের সঙ্গে থাক্‌লে হরিকথা শু'নতে পারি। নিজত্বের বিচারে ভ্রান্তি হওয়ায় যে সকল অপকর্ম্ম করে থাকি, তা হতে নির্ম্মুক্ত হতে পারি। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের দ্বারা আমাদের যে অসুবিধা হয়, সাধুর সঙ্গে থেকে হরিকথা শুনলে আমরা সেই অসুবিধার হাত থেকে ছুটি পেতে পারি। হরি—নির্গুণ; আমরা গুণজাত জগতের মানুষ, আমাদের সকল ইন্দ্রিয় গুণজাত বস্তুর সহিত সম্মিলিত হবার যোগ্যতাবিশিষ্ট। এইসকল ইন্দ্রিয়দ্বারা আমাদের সঙ্গে গুণজাত বস্তুরই সাক্ষাৎ হয়। গুণজাত বস্তুর হাত অতিক্রম করে নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন রাস্তা নাই—একমাত্র 'কাণ' ছাড়া। ছ'টা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ যে বস্তুর প্রতি নিযুক্ত হতে পারে, সেটা হচ্ছে গুণজাত বস্তু। গুণ ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক—মর্ত্ত্যমঙ্গল প্রসব করে। রজোগুণের দ্বারা চলিত হ'য়ে আমরা ক্ষণিক মঙ্গল বা অমঙ্গলে ধাবিত হতে পারি। তমোগুণের দ্বারা অমঙ্গলের পথে প্রধাবিত হই। যতদিন আমরা জীবিত থাকি, ততদিন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সার্থকতা মাত্র; মরে গেলে উহাদের কোন সার্থকতা নেই। তখন এই গুণজাত জগৎ আমাদের কাছে স্তব্ধ হয়ে যায়।

আমরা গুণাতীত জগতের আদর করবার প্রয়োজন মনে করব না; কারণ, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি গুণজাত জগতের বস্তুগ্রহণের উপযোগী হয়ে পড়েছে। যেসকল কার্য্যে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ঘটে, আমরা সেইসকল কার্য্যেই চেষ্টাবিশিষ্ট হই। এই পৃথিবীতে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বস্তুতে আমরা প্রলুব্ধ হয়ে পড়ি, প্রয়োজনবোধে মক্ষিকার গুড় খাবার চেষ্টার ন্যায় আমরা তাতে ডুবে যাই। যে-সকল কথা আমাদের পূর্ব্বে শোনা আছে, তাতেই আমাদের রুচি হয়; যে-সকল কথা আমাদের শোনা নেই, তাতে আমাদের রুচি হয় না। জড়-জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে আমাদিগকে বিষয়ে নিযুক্ত করায়। আমরা চাই—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, যে যত—পরিমাণে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দিতে পারে, সে আমাদের নিকট তত প্রিয়া আমরা আশুপ্রয়োজনীয় বা আপাতরমণীয় বিষয়কে আদর করে সংসারে চিরদিন ঐ ভাবে জীবনযাপন করবার জন্য ব্যস্ত হই। আমাদিগের বুদ্ধি মনুষ্যত্বের দিকে যাওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে উহা নেমে যাচ্ছে। জড় জগতে যাতে জড়তা উৎপন্ন করতে পারে, তাই আমাদের আশু প্রয়োজনীয় ব্যাপার। পরিবর্ত্তিত রুচিতে জীবের চেষ্টা হচ্ছে—বিমুখতার দিকে যাওয়া।

নির্গুণ বস্তু স্বেচ্ছায় গুণজাত জগতে আসতে পারেন, তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তাতে নির্গুণ বস্তুর নির্গুণত্বের কোন অপলাপ হয় না। গুণ-জাত জড়পিণ্ড যে-কথা বলে, সেসকল গুণজাত। কিন্তু শ্রৌতপন্থাবলম্বনে আমাদের কর্ণে যে-সকল কথা প্রবিষ্ট হয়,—এখন অলৌকিকী শক্তি সেই শব্দের ভেতরে আছে যে শব্দ শ্রুতিপথে গেলে মানবের চেতনতা প্রস্ফুটিত করিয়ে দেয়, যে শব্দ বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদ করে বৈকুণ্ঠে পৌঁছাতে পারে, যে শব্দ বৈকুণ্ঠ হতে ব্রহ্মলোক-বিরজা ভেদ করে চতুর্দ্দশ ভুবনে অবতীর্ণ হয়, সে শব্দ আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়। আর যে শব্দ জড়াকাশ হতে উৎপন্ন হয়ে কিছুক্ষণ জড়াকাশে থেকে জড়াকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়, সেই শব্দ আমাদিগকে নরকের পথে ল'য়ে যায়। এসকল শব্দ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য—আমাদিগকে মূর্খ করবার জন্য জগতে প্রচারিত হয়েছে, ভূতাকাশে ব্যাপ্ত রয়েছে। খাওয়া, দাওয়া, থাকা, মিথুনধর্ম্মে রত হওয়া, মরে যাওয়া যে শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়, তা এই জগতের শব্দ। জড়বস্তুতে অধিক জড়তা লাভ হতে পারে এই শব্দের দ্বারা। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছিলেন জগতে পরব্যোমের শব্দ বিস্তার করতে। কিন্তু পরমকৃপাময়ের সেই কৃপাকথা এখনও লোকের কাণে যাচ্ছে না। ❑

হরিকথা প্রসঙ্গ

লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে যিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরির পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত ও হরির অধিষ্ঠানস্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি কনিষ্ঠ। নিম্নাধিকার থাকাকালে—প্রাকৃত বিচার থাকাকালে ভগবানের ভক্ত অপেক্ষা অর্চ্চাই আমাদের নিকট সমধিক আরাধ্য বস্তু বলিয়া বিচারিত হন, কিন্তু তদপেক্ষা উন্নত সেবাধিকারী তদ্রূপ অজ্ঞ কনিষ্ঠাধিকারীকে বা বালিশকেও কৃপা করেন। যাঁহারা ভক্তের সেবার মাহাত্ম্য জানেন না, তাঁহাদিগকে কৃপা করিবার জন্যই মধ্যম-ভক্ত পরমেশ্বরে প্রেম, সাধুর সঙ্গে মৈত্রী, ভক্তসেবার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অজ্ঞগণকে কৃপা এবং বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। যেখান হইতে ভগবদ্-বিগ্রহের জীবন্ত কথা প্রকাশিত হয়, সেই ভগবদ্ভক্তের সেবা ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অর্চ্চামূর্ত্তির সেবাও ভগবদ্ভক্তের বাণী-শ্রবণ ব্যতীত সুষ্ঠু হইতে পারে না।

শ্রীভগবান্ জীবের নিকট পাঁচ প্রকারে প্রকাশিত হন—(১) পরতত্ত্ব, (২) ব্যূহতত্ত্ব, (ত) বৈভবতত্ত্ব, (৪) অন্তর্যামি-তত্ত্ব ও (৫) অর্চ্চাবতার। পরতত্ত্ব—বৈকুণ্ঠে বিরাজমান তুরীয়-বস্তু পরমেশ্বর—সর্ব্বজীবারাধ্য ভগবান্ ব্যূহতত্ত্ব—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। বৈভবতত্ত্ব—শ্রীরাম-নৃসিংহাদি অবতার। অন্তর্যামিতত্ত্ব—পরমাত্মা। অর্চ্চাবতার নিত্য-নাম রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট ভগবদ্বিগ্রহের প্রাকৃত জীবের মঙ্গলের জন্য স্থূল অর্চ্চাকারে প্রকটিত করুণাময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ। ভগবদ্দর্শন ভগবৎকৃপাতেই সম্ভব হইতে পারে। পরতত্ত্ব, ব্যূহ ও বৈভবদর্শনের যোগ্যতা সম্প্রতি নাই। পরমাত্মসূত্রে ভগবান্ আমাদের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া আমাদের চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত করেন। তাহাতেও যোগ্যতা না হইলে অর্চ্চাবতার শৈলী, দারুময়ী, লেপ্যা, লেখ্যা প্রভৃতিরূপে জগতে প্রকাশিত হন। এই বস্তুটি বৈভবতত্ত্বের ন্যায় প্রকট-কালীয় তত্ত্বমাত্র নহেন। কিন্তু আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীনের নিকট পরম উপযোগী ও করুণাময়। অর্চ্চাবতারের সঙ্গে অপর চারিপ্রকার তত্ত্বের কোন ভেদ নাই। কেবল তাঁহাদের মধ্যে বিলাসবৈচিত্র্যমাত্র বর্ত্তমান। অর্চ্চাবতার জীবের মনঃকল্পিত জড় পুতুলমাত্র নহেন, কিন্তু নিজ নিত্যরূপের, ভগবানের নিজ নিত্যনামের, ভগবানের নিজ নিত্যগুণের, ভগবানের নিজ নিত্যলীলার মূর্ত্ত অবতার।

হরিকথা শ্রবণ করা বিশেষ আবশ্যক। কর্ণে হরিকথা প্রবেশ করিলে চেতন উন্মেষিত হইবে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ই সংশোধিত, সংযমিত ও সৎপথে চালিত হইবে। জীবন্ত সাধুর কীর্ত্তিত হরিকথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে বহির্দ্দর্শন বা জড়দর্শনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সুদর্শন—সেবাদর্শন লাভ হইবে। ভগবদ্দর্শন বা ভগবদারাধনাই প্রয়োজন, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা হইতেছে না। এই বাধা একমাত্র হরিকথা-শ্রবণের দ্বারাই অপসারিত হইতে পারে। শ্রবণফলেই জীব ভগবৎচরণে আত্মসমর্পণ ও ভগবৎ-কৃপালাভের সৌভাগ্য পায়। হরিকথারূপী হরিই জীবকে নিয়মিত করিবেন যাঁহারা এই হরিকথার আলোচনাকে প্রাধান্য ও মুখ্যতার আসনে স্থান দেন, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ পরমারাধ্য ব্যাপার। এইরূপ সুবিচার যাঁহাদের মধ্যে দেদীপ্যমান্, তাঁহারাই বরেণ্য। সেইরূপ ভক্তের পূজাদ্বারাই ভগবৎপূজার পূর্ণতা সাধিত হয়।

ভগবদ্ভক্তের জড়দর্শন নাই, তিনি জড়দর্শনে প্রকৃতি বা বাহ্য-আকার দর্শন করেন না। তিনি এ জগতের কোন বস্তুকে নিজের ভোগ্য না জানিয়া ভগবদ্ভোগ্য অর্থাৎ নিজ সেব্য বলিয়া জানেন। নিজেকেও তিনি ভগবদ্-ভোগ্য বলিয়া উপলব্ধি করেন। যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্ব্বভূতে নিজ ভাবানুরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখেন। বন, সমুদ্র ও পর্ব্বত-দর্শনে তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীযমুনা ও শ্রীগোবর্দ্ধন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্যবস্তুর স্মৃতি উদ্দীপিত হয়। কামুক ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীমূর্ত্তিদর্শনে যদি কামোদ্দীপন হয়, তবে প্রেমিকের পক্ষে লীলানুকূল জিনিসদর্শনে কৃষ্ণের স্মৃতির উদ্দীপনা হইবে না কেন? মহাভাগবত জড়চক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন না। তাঁহারা প্রেমনেত্রে নিখিল বিশ্বে ভগদ্ভাব দর্শন করিয়া থাকেন। মহাভাগবতগণ স্থাবর-জঙ্গম যাহা কিছু দেখেন, তাহাতে স্থাবরজঙ্গমের মূর্ত্তি না দেখিয়া সর্ব্বত্র ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণভাবই দেখেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাভাগবত কুলচূড়ামণি শ্রীরায়রামানন্দকে বলিয়াছেন,—

"মহাভাগবত দেখে স্থবরজঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ।
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তা'র ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥
রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফূরয়॥" (চৈঃ চঃ)

নির্গুণ আত্মাই ভগবৎসেবা করেন। শুদ্ধাত্মাই হরিনাম করেন। মন অশুদ্ধ। বুদ্ধি ও মায়িক মন সর্ব্বক্ষণ সঙ্কল্পবিকল্প করিতেছে, সে বড় বিশ্বাসঘাতক। তাহার কথা কিছুতেই শুনিতে হইবে না। যে কৃষ্ণবিমুখ মনের কথা শুনিবে, তাহার কৃষ্ণবৈমুখ্য বাড়িয়াই চলিবে। উন্মুখের সঙ্গদ্বারাই উন্মুখতা বাড়ে। উন্মুখই সাধু। মন অতীব অসৎ, অনিত্য ও চঞ্চল। মনের অবস্থা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই মনকে বশীভূত করা বড়ই কঠিন। এই মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকারক, বলবান্ ও দৃঢ়। এই দুর্জ্জয় মনকে নিরোধ করিবার একমাত্র উপায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিরন্তর সেবা। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে মন নিগৃহীত হইবে না। কৃষ্ণের কৃপা পাইবার জন্য লালসা হওয়া দরকার। অনেক বাধা আসিবে, মন অতিষ্ট হইয়া উঠিবে সাংসারিক বা অন্য কোন কারণে অনেক বিঘ্ন প্রবল হইয়া উঠিবে, কিন্তু তথাপি সব সহ্য করিতে হইবে। সহ্য গুণ না থাকিলে মনের পাল্লায় পড়িয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে। যদি সাময়িকভাবে মন এদিক্-ওদিক্ যায় বা পতনও হয়, তথাপি তাহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই। সর্ব্বাবস্থাতেই শ্রীগুরুনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্ম দৃঢ় করিয়া ধরিতে হইবে। তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। তিনি মাদৃশ পতিতকে এত দয়া করিতে পারেন ও করেন—তাঁহার এই ক্ষমতায় দৃঢ়বিশ্বাস থাকা দরকার। তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর চিন্তা নাই। করুণাময় তাঁহারা দুর্ব্বলকে দয়া করিয়া ক্ষমা করেন। কিন্তু কপটীর প্রতি তাঁহারা দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল একনিষ্ঠতা ও শরণাগতি, কেবল দৈন্য ও ধৈর্য্যের সহিত কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকাই প্রয়োজন। তাঁহারা দীনকেই দয়া করেন। কৃপাভিখারী কাঙ্গালের প্রতিই তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি হয়। শরণাগতের যত অসুবিধাই থাকুক, তাঁহাকে ভগবান্ রক্ষা করিবেনই। ❑

নিয়ন্ত্রিত জীবন লাভের উপায় এবং সার্থকতা

শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ

সিউড়ি (রবীন্দ্র সদন), বীরভূম

১১ই জুলাই, ২০০৮

পরম আরাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করে আজ আমরা আপনাদের কাছে যে সমস্ত কথা উপস্থাপিত করবার সুযোগ পেয়েছি তা মোটামুটিভাবে আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

কথার সঙ্গ হওয়া আমাদের দরকার। কোন্ কথার সঙ্গ দরকার?—যে কথার সঙ্গের দ্বারা আমাদের জীবন উজ্জীবিত থাকে। জীবিত করতে পারে কোন কথা? ভগবানের আনন্দ রস সঞ্চারিত যে সব কথা সেই সমস্ত কথা গুরুমুখ নিঃসৃত হয়ে আমাদের কানে যতক্ষণ পৌঁছায় ততক্ষণ আমরা জীবিত থাকি। কথা শ্রবণের অভাবে আমাদের আত্মা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, আমরা মৃত্যুর পথে ধাবিত হই। এই ঘোর তমসা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হলে—চিরন্তন ভগবৎবাণী যাঁরা কীর্ত্তন করেন তাঁদের সঙ্গে কথা শ্রবণ বিষয়ে নিযুক্ত থাকতে হবে। থাকলে কী হবে?—আমাদের ইন্দ্রিয় এবং আত্মা পরিপূর্ণতার দিকে যেতে পারবে। ভগবান্ শাস্ত্রের দ্বার দিয়ে তাঁর সমস্ত কথাকে রেখে দিয়েছেন। আমরা ভগবানের কথা শুনতে পারি সত্য, কিন্তু যদি সেটা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের মুখ নিঃসৃত হয় তবেই প্রকৃত পক্ষে শ্রবণটা ফলপ্রসূ হয়। ভগবান্ শোনেন, ভগবান্ দেখেন, কৃপা করেন, সমস্ত কিছু দেন—সাধু-গুরু-

নিয়ন্ত্রিত জীবন লাভের উপায় এবং সার্থকতা

বৈষ্ণবগণের মাধ্যমে। আমরা 'ভগবান্-ভগবান্' বলে চিৎকার করলেও ভগবানের কাছে পৌঁছায় না। কেন পৌঁছায় না? আমরা সেই কৌশলটা বুঝতে পারিনা। নিয়মটা বুঝতে না পারার দরুণ failure হয়ে যায়। ভগবানের বিধান অনুসারে আমরা যদি চলি তাহলে আমরা ভগবানের সব কথা শুনতে পারি। প্রিয়কে সব কথা বলা যায়। অর্জুন ভগবানের প্রিয় ছিলেন বলে ভগবান্ তাঁর কাছে ভক্তির গূঢ় কথা সব বলেছিলেন। আমরা ভগবানের প্রিয় হলে যে সমস্ত কথা বলার দরকার আছে তিনি নিশ্চয়ই বলবেন, প্রকাশ করবেন—কাজেই আমরা যদি ভগবানের প্রিয় হয়ে যাই তাহলে এত বড় লাভ। কৃষ্ণ অন্তর্ধান লীলা করলে অর্জুনের যে কি অবস্থা হবে, তা তিনি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। তাই কৃষ্ণ বললেন, তুমি আমার অত্যধিক প্রিয় বলে তোমাকে এই সমস্ত ভক্তির নিগূঢ় কথা বলছি। ভগবানের কথা শোনবার মত কান হলে তখনই ভগবানের কথা শোনা যায়। আমরা যদি নিবেদিতাত্মা হয়ে যাই তাহলে ভগবানের আর কিছু 'না' বলার থাকে না। নিবেদিতাত্মা যে সমস্ত ভক্ত তাঁদের কাছে তিনি সব কথাই প্রকাশ করেন। ভক্তরা জগতে আবির্ভূত হন ভগবানের কথা শোনাবার জন্য—ভগবানকে আকর্ষণ করবার জন্য। যারা ভগবানের দিকে মনটা দিতে পারে না তারা সব সময় বাহ্যিক আড়ম্বর নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এটা ভগবানের বহিরঙ্গ রূপ-মায়া সৃষ্ট—এতে ভক্তির কোনো যোগ নাই। ভগবান্ সচ্চিদানন্দময় বস্তু। তিনি হলেন যোগমায়া দ্বারা সমাক্লিষ্ট। সেজন্য জড় মায়ার কোনো function নাই ভগবানের রাজ্যে। 'মায়া' কেবল যারা ভগবানের দিকে মনটা দিতে পারেনা তাদেরকে আকৃষ্ট করে—তাদেরকে উৎকটভাবে শাস্তি প্রদান করে। সেজন্য ভগবান্ প্রেমময় হয়েও তিনি আমাদের দিকে উন্মুখ হতে পারেন না। কেননা তিনি যোগমায়া সমাবৃত থাকেন। জীব যতক্ষণ না যোগমায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয় ততক্ষণ মহামায়ার দ্বারা সব সময় সংসারে আবিষ্ট থাকে। 'মৃয়তে অনয়া ইতি মায়া'—যাকে মাপা যায় তার নাম মায়া। মায়া হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির পরিণাম। বহিরঙ্গা শক্তি মায়া আমাদের ভগবানে রুচি আসতে দেয় না। ভগবান, ভগবানের ভক্ত সব যোগমায়া শক্তি দ্বারা সমাবৃত থাকেন বলে মায়ার কোনো ক্ষমতা সেখানে চলেনা—

"যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২১/১০৩)

বিশুদ্ধ সত্ত্বের পরিণতি হচ্ছে যোগমায়া এবং তার শক্তি জগতে দেখাবার জন্য তিনি যোগমায়ার দ্বারেই এ সমস্ত করে থাকেন। আর মহামায়ার দ্বারে জীবকে সুখ-দুঃখের দোলন-দোলায় দুলিয়ে থাকেন। সেজন্য মহামায়ার function একটা আছে, আর যোগমায়ার ও function একটা আছে। যোগমায়া দ্বারা আবৃত থেকে ভক্ত এবং ভগবান্ অবতারাদি করে থাকেন।

এখন যে কথাগুলি শুনলে আমাদের হিত হয় সেই কথাই শোনা দরকার। আমরা ভগবানের কথাটা যদি সাধু-গুরু মুখ থেকে শ্রবণ করি তাহলে সেটা খুব আস্বাদ্য হয় এবং শ্রদ্ধা সহকারে কথা শ্রবণ করা হলে তখন কথাই আমাদের নাচাবে, কথাই আমাদের আনন্দের আস্বাদ দেবে। যাকে আমরা ভালোবাসি তার কথা শুনতে নিশ্চয়ই আমাদের খারাপ লাগেনা। ভগবান্ আমাদের পরম প্রিয় বলে তাঁর কথা অমৃত সদৃশ। সেই কথামৃত শ্রবণের দ্বারাই আমরা ভগবানের কাছে যেতে পারি। আজকে আমরা যত কথা শুনলাম-তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে—ভগবান্ পরমপুরুষ, তাই ভগবানের কথা শোনবার জন্য আমাদের special আগ্রহ থাকা দরকার। প্রসঙ্গ শুনতে তো ভালোই লাগে। কিন্তু ভগবানের প্রসঙ্গ শুনতে কত ভালো লাগে তা নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করা উচিৎ? তথপিও—

"যদি বা না বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ
কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে রতি জানিবে রসের রীতি
শুনিলেই হয় বড় হিত ॥"

যে কথাটা শুনলে আমাদের হিত হয় সেই কথাটাই শোনা দরকার। আপাত মধুর, আপাত সুন্দর—সেই কথা শোনবার জন্য ব্যস্ত অজ্ঞলোক। কিন্তু যাঁরা শিষ্ট, বিজ্ঞ, চতুর লোক তারা সাধু-গুরু মুখ থেকে নিরন্তর ভগবানের কথা শুনে জীবন সার্থক করেন। জীবন সার্থক করার বিষয় আসছে যেখানে, সেখানে কথা শোনবার বিষয়ে হুশিয়ার

থাকতে হবে। অসৎ কথা অসৎ পথে নিয়ে যাবে, আর সৎকথা-সাধুদের কথা আমাদের চির মঙ্গল দান করবে। চির মঙ্গলের রাজ্যে যেতে গেলে সেই কথা শ্রবণই হচ্ছে একমাত্র উপায়। সৎসঙ্গে অল্প প্রয়াস হলে অসৎ সঙ্গ চিরকালের জন্য চলে যায়। কথা শ্রবণ এমন একটা জিনিস।

'' 'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে 'কৈতব', 'আত্মবঞ্চনা'।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনু অন্য কামনা ॥''

দুঃসঙ্গটা যে কেউ আহ্বান করে আনছে তা নয়—

দদাতি প্রতি গৃহ্নাতি, গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছাতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড় বিধং প্রীতি লক্ষণম্ ॥

—এই ছয়টা প্রীতির লক্ষণ দ্বারা যখন আমরা অসৎসঙ্গ করি তখনই আমাদের দুঃসঙ্গ হয়ে যায়। সেজন্য ভগবানের কথা শুনতে হবে, কিন্তু অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে শুনতে হবে।

অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২/৮৭)

কাজেই অবৈষ্ণব আচারে আচারবান হয়ে কথা শুনতে হবে। বাংলাদেশে সেরকম কিছু সভার আয়োজন না করলেও দশ হাজার লোক পাওয়া যায়।—দেখে আনন্দ হয়, কথা শোনানোর দিকে আমাদের মন আসে। আমরা তো সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বসে আছি—তবে যে সব কথা শোনানো দরকার সেসব কথা বাদ দিয়ে বসে নেই। কিন্তু ভক্ত পাওয়া যায় না। সে সব কথা শোনবার জন্য যত্নবান হওয়া দরকার, হেলায় অনেক কিছু হারিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু হেলা-ফেলায় এই সুযোগটুকু যেন হারিয়ে না যায়। ভগবান যুগে যুগে নানা অবতার গ্রহণ করেন এবং বিশেষ করে সাধু-গুরু-মহান্তরূপে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর রাস্তাকে তিনি প্রশস্ত করেন—আমাদের মত অবলা, নিস্তেজ, মায়াগ্রস্থজীবকে তোলবার চেষ্টা করেন। দুর্ভাগ্যের মাঝখানে সৌভাগ্যের দিগ্‌দর্শন দিয়ে থাকেন। অনেকে বলতে পারেন—এসব কথার কথা। কিন্তু এগুলো কথার কথা নয়, এগুলো আমরা অনুভব করি। আপনাদের কাছে এ সমস্ত কথা বলছি আপনাদের ছোটো করে দেখার জন্য নয়—আপনাদের মঙ্গল সঞ্চার করবার জন্য। আমরা প্রিয়কে আরো প্রিয়তার বন্ধনে বাঁধতে পারি কি করে? তাঁর যশের কথা কীর্ত্তন করে—

''পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্ যশঃ
মিথোরতির্মিথস্তুষ্টি নির্বৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥''
(ভাঃ ১১।৩।৩৩)

ভগবানের যশের কথা, গুণের কথা অনুক্ষণ কীর্ত্তন করে করে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ হলে তিনি কত বড় মহীয়ান তত্ত্ব, কত বড় তাঁর উদারতা—সেসব কথা অনুভব হয়। এই অনুভববেদ্য পুরুষকে অনুভব ছাড়া আর কোনোভাবে দেখা যায় না। ভগবানকে দেখতে গেলে শ্রুতি আকারে দেখতে হয়। কান দিয়ে দেখতে গেলে শ্রুতি আকারে দেখতে হয়। কান দিয়ে দেখতে হয়। কথার দ্বারাই সঙ্গ হয়। কথা বলা এবং শোনা এর দ্বারাই ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেজন্য ভগবানের কথা শোনবার জন্য খুব নিপুণ শ্রোতা হতে হবে। নিপুণ শ্রোতা মানে? without any miss—যেন কোনো কথা বাদ পড়ে না যায়। আর শ্রুতি পারম্পর্য্যে গুরু পারম্পর্য্যে শুনতে হবে। কথা শোনা ঠিক তখন আস্তে আস্তে পরিমার্জিত হয়।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান
নবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো
ভক্তিপদে সে দায়ভাক্ ॥
(ভাঃ ১০/১৪/৮)

কার ভাগ্যে ভগবানের দর্শন হবে? শাস্ত্র বলছেন,

''তত্তে অনুকম্পা* সুসমীক্ষমানো ...''—আমরা যা কিছু পেয়েছি, যা কিছু দেখছি—যতটুকু আয়ত্বের মধ্যে আনতে পেরেছি—সব কিছুকে ভগবানের অনুকম্পা বলে জানতে হবে—ভগবান্ কৃপা করে দিয়েছেন, ভগবানের অনুকম্পা বলে দুঃখ, নির্যাতন, অপমান সব কিছু সহ্য করি, আর যদি আমরা নির্বলিক হয়ে এ সমস্ত কথা শুনতে বলতে পারি তাহলে আমাদের আর কোনো ভয় থাকে না।

''তস্মাদ একেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥''
(ভাঃ ১/২/১৪)

—এই ভাবে যদি আমরা ভগবানের কথা নিত্যকাল শ্রবণ করতে পারি তাহলে আমাদের ভগবৎ রাজ্যে প্রবেশের দ্বার খুলে যাবে এবং সৌভাগ্যের চরম শিখরে পৌঁছতে পারব। ❑

গোলকে কংস

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ (সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

চতুর্দ্দশ লোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমরা ভূলোকবাসী। এর উপরিভাগে ভূবঃ, স্বর্গ, জন, মহঃ, তপ ও সত্যলোক বর্ত্তমান। তদুপরি ব্রহ্মাণ্ডের সাতটি আবরণ ভেদ করে বিরজা নদী বা কারণ সমুদ্রের অবস্থান। কারণ সমুদ্রের ওপারে যাবতীয় স্থান চিন্ময় লোক বলে কথিত। গোলকের স্থিতি সর্ব উর্দ্ধে। উহা রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলাভূমি। সহজ স্বাভাবিক প্রেমে পরিপূর্ণ এরূপ স্থান বিরল। পরিপূর্ণ আনন্দ প্রাপ্তির অভিলাষে কোন কোন বিরলচর ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনের দ্বারা ঐ স্থান প্রাপ্ত হয়।

স্থানটি বিলক্ষণ ধর্ম্মযুক্ত। প্রপঞ্চের কোন হেয়তার স্থান তথায় নেই। মৃত্যু-জ্বরা-ব্যাধির প্রবেশ নেই তথায়। কাল নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারে না এমন অদ্ভুত সেইস্থান। সবকিছুই সেখানে চিদানন্দময়। শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানের মুকুটমণি। তাঁর ইচ্ছায় চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রাণীমাত্র কার্য করে সেখানে। এক নায়কতন্ত্র হওয়ায় সেই স্থানে কোন বিশৃঙ্খলতা নেই। সবকিছুই কৃষ্ণ-বাসনার তৃপ্তিপর তথায়। তাই হিংসা-মাৎসর্য্য বা অসুর প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তির কোন প্রবেশ নাই তথায়। কিন্তু কৃষ্ণ যখন ধামসহ ভৌম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কংস বধ আদি লীলা সংঘটিত হয়েছিল। এরূপ অসুর মারণ লীলা নিত্যলীলারূপে গোলকে রয়েছে কিনা আমাদের সংশয়ের বিষয় হয়। কেননা কৃষ্ণলীলা নিত্য এবং চিন্ময়। সেই দিকে বিচার করলে দেখা যায় কংস বা অন্যান্য অসুর বধলীলাও নিত্য। কারণ ঐসকল লীলার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের হতারিদায়কত্ব গুণ প্রকাশিত হয় তা নয় তার মধ্যে ভক্ত বিনোদন লীলাটিও সংশ্লিষ্ট থাকে। অঘাসুর, বকাসুর, প্রলম্বাসুর বধ লীলায় আমরা দেখতে পাই কৃষ্ণ সখাদের আনন্দিত করছেন অর্থাৎ ঐ ঐ লীলার দ্বারা কৃষ্ণের সখ্য ও বাৎসল্যাদি রস আস্বাদিত হয়েছে। অতএব অসুর মারণ লীলা নিত্যলীলা রূপে গোলকে বর্ত্তমান এইরূপ বোধ হলেও অথচ সিদ্ধান্ত বিচারে অসুর প্রকৃতির কোনও তত্ত্বের গোলকে প্রবেশাধিকার নাই।

তাছাড়া কংস ভয়ের অবতার। যদিও তিনি ভয় চালিত হয়ে কৃষ্ণের ভজন করেছিলেন তথাপি তিনি স্বয়ং ভয়স্বরূপ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ উল্লেখ করেছেন—''কংসস্য ভয়াবতারত্বম্'' —(ভাঃ ১০।২।৮ টীকা)। তথাপি ভগবান ভয়েরও ভয়প্রদ। শাস্ত্রের ভাষায়—''যদবিভেতি স্বয়ং ভয়ম্'। কিন্তু ভয় প্রেমের ঘাতক। যেখানে প্রেম সেখানেই আনন্দ। যেখানে ভয় সেখানে প্রেম নাই অথবা প্রেমের সঙ্কুচিত অবস্থা। এই দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় কংস কোন ভাবেই গোলকে প্রবেশ করতে পারে না।

জগৎগুরু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিম্নলিখিত উক্তিতে এই সংশয় নিরাকৃত হয়েছে—'' গোলক শুদ্ধ চিন্ময় ধাম; তথায় প্রপঞ্চের কোন হেয়তা, নশ্বরতা বা অবরতা নেই। সুতরাং সেখানে হিংসা বা রক্তপাতাদি কোন ব্যাপার থাকতে পারে না। তাঁর লীলা পুষ্টির জন্য সেইখানে তত্তদদ্ধ্যতিরেক অবস্থাগুলির আকার ভাবরূপে বর্ত্তমান। নন্দ-যশোদাদির বা তদনুগত কৃষ্ণসেবকগণের হৃদয়ে অনুকূল কৃষ্ণসেবোৎকর্ষ নব নবায়মানভাবে বৃদ্ধি করিবার জন্য কংস প্রভৃতি অস্তিত্বের একটি মূলভাবমাত্র তথায় বর্ত্তমান; পরন্তু উহা তথায় ভৌমলীলার ন্যায় স্থূলভাবে বাস্তব স্বরূপে নাই।''—(সরস্বতী জয়শ্রী ষড়বিংশ বৈভব)

শোক ও ভয়ের স্থান গোলকে নাই। এই মায়িক জগতেই যত দুঃখ, কষ্ট, শোক বা ভয়। কিন্তু গোলক এমন একটি স্থান যে স্থানটি কেবল আনন্দময়। সেখানে নব-নবভাবে আনন্দের প্রস্রবণ চলতে থাকে। কৃষ্ণ পরম পুরুষ। তিনি শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর ধাম গোলকও শ্রেষ্ঠ। তাই সেখানে আনন্দ অন্য কোন স্থানের আনন্দের সঙ্গে তুলনীয় নয়। সেখানে আনন্দ ঘনীভূত এবং নিত্য নবনবায়মান। ঐরূপ আনন্দ আস্বাদনের জন্য গোলকেও ভয় বা দুঃখ এর দরকার হয়। স্থূলরূপে নয় ভাবরূপে এবং সেটিও ভগবৎ ইচ্ছায় সৃষ্ট। এজগতের কোন হেয়তার প্রবেশ সেখানে নাই। গোপীদের বিরহ বা দুঃখ আনন্দকে ঘনীভূত করবার একটি উপায় মাত্র। তেমনি নন্দ-যশোদাদির অনুকূল কৃষ্ণ সেবাৎকর্ষতা প্রদর্শনের জন্য অথবা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য ভক্তিজাত রসাস্বাদনের জন্য ভয়ের প্রয়োজন, তাই ভৌমপ্রপঞ্চে অঘাসুর, বকাসুর বা কংসাদির আবির্ভাব।

গোলকে কংস নাই ঠিকই কিন্তু ভাবরূপে তথায় ভয়ের অবস্থান সত্য। নতুবা গোলকীয় আনন্দের উৎকর্ষ থাকতে পারে না। ভৌম লীলায় কৃষ্ণ যেমন নরতনু ভাবযুক্ত, গোলকীয় লীলায় অসুরগণও ভাবতনুরূপে অবস্থিত। জড় বুদ্ধিতে যেমন কৃষ্ণের স্বরূপকে বুঝতে না পেরে আমরা নর জ্ঞান করে বসি। তেমনি গোলকে পার্ষদগণও যোগমায়া সৃষ্ট ভাবময় অসুরগণকে বুঝতে না পেরে ভয় পান মাত্র। যেহেতু ঐ ভয়টি কৃষ্ণসেবার অনুকূল। রাক্ষস বা দৈত্যের স্থান গোলকে নেই। ভগবৎ ইচ্ছায় ঐরূপ অসুরের ভাব যোগমায়া শক্তিদ্বারা প্রকটিত হয় মাত্র। এও প্রভুর এক আশ্চর্য্য লীলা। জড়বুদ্ধি অগোচর এসকল লীলাই কৃষ্ণতত্ত্বকে অদ্ভুত রসময় রূপে প্রকাশিত করেছে।

—০—

শ্রীশ্রী গুরুপূজা মহোৎসব

শ্রীপাদ প্রপন্নকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী (কুরুক্ষেত্র)

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

আজকের শ্রীল গুরুদেবের ৬৪তম গুরুপূজা মহোৎসবের আবির্ভাব তিথিতে তাঁর কিছু কৃপালীলার কথা শ্রবণ মুখে কীর্ত্তন করছি।

জগতে অনেক রকম পূজা মহোৎসব দেখা যায়, শোনা যায় ও পালন করা হয়, কিন্তু গৌড়ীয়রা গুরুপূজার প্রধান্য কেন দেন।

আজকের আমি যে গৌড়ীয় মঠের সান্নিধ্যে এসেছি ''মহাপ্রভু''-র নাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞের-জ্ঞান চেতনা পেয়েছি সেটা একমাত্র গুরুদেবের কৃপায়। যাঁর কৃপার দ্বারা জেনেছি—

''শ্রীগুরু কৃপায় ভেঙ্গেছে স্বপন।
বুঝেছি এখন—তুমি যে আপন ॥''

এ জগতে আপন বলতে একমাত্র ''শ্রীল গুরুদেব''। তাঁকে যদি জীবনের সার বলে জানতে পারি। তাহলে আমাদের ভজন জীবন সার্থক। তবেই আমাদের গুরুপূজা সার্থক। আজ শ্রী গুরুদেবের ৬৪তম গুরুপূজা মহোৎসব। ৬৪টি কলায় ভগবান ''শ্রীকৃষ্ণ'' পূর্ণরূপে দ্বাপরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ৬৪ দিনে তিনি গর্গচার্য্য ঋষির কাছ থেকে ৬৪টি বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। আমাদের গুরুপাদপদ্ম তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণের জন। তিনি আমাদের মত পতিত, দীন, হীন, পামর বদ্ধ জীবকে 'শ্রীকৃষ্ণের' লীলাবলী ও 'মহাপ্রভু' লীলাগুলি প্রাঞ্জল ভাষায় কীর্ত্তন আকারে রচনা করে কৃপা করছেন, তাঁর কৃপালীলার আরও বৈশিষ্ট রয়েছে—

অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।

যেমন নিত্যানন্দ প্রভু বলদেবতত্ত্ব, সংকর্ষণ তত্ত্ব, এত কিছু থাকা সত্ত্বেও কলির জীবের প্রেমধন দিবার জন্য নগরে নগরে মান অপমান সহ্য করে গোলকের প্রেমধনবস্তু অকাতরে দান করলেন।

আমাদের গুরুপাদপদ্ম ঠিক সেইরূপ। তিনি সন্ন্যাস জীবনে লণ্ডনের মঠে থাকলেও গুরু আসন গ্রহন করবার পর, মান-অভিমান যে কি বস্তু তা তিনি জানেন না। সত্যিই তিনি অভিন্ন নিত্যানন্দ। গ্রামেগঞ্জে-নগরে-শহরতলীতে ও দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র তিনি গৌরবাণী প্রচার করে শুদ্ধ ভক্ত জীবন তৈরীর মন্ত্র দান করে কৃপা করে. চলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হল এই মায়াবদ্ধ জীবকে নিয়ে, কৃষ্ণের সংসারে-সংসারী করিয়ে সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জীবনকে সার্থক করা। তিনি পারেন ''নাম''রূপ বীজ বপন করে চিন্ময় রস পান করাতে। এটাই তার মহান্ কৃপালীলা। যদি কেউ একটি বার তাঁর কৃপা লীলার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে তাহলে তার জীবন সার্থক হবে। তিনি চান প্রত্যেকে কৃষ্ণের সংসার করুক।

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া, নামে রুচি, সর্ব ধর্ম্মসার ॥

মায়াবদ্ধ জীবকে দয়া করবার জন্য তিনি গুরুরূপে

জগতে প্রকটিত হয়ে—কৃষ্ণের সংসার করতে উপদেশ দিয়ে সার্থক করছেন। তিনি কীর্ত্তন রসিক। তিনি গুরুপাদপদ্ম নিজে কীর্ত্তন রচনা করে—নামসংকীর্ত্তন রূপ জোয়ারে প্লাবিত করছেন কিন্তু আমরা এমন দুর্ভাগা যে, বহু সুকৃতির ফলে কোনো ক্রমে চরণাশ্রয় করেছি। তথাপি ভক্তি জীবনটা নিয়ে খেলা করছি বালকের মত। নিন্দা, প্রজল্প, এইসব নিয়ে মেতে আছি। আমরা অতি সহজ পদ্ধতিতে গোলক বৈকুণ্ঠে যেতে চাই। এটা আমরা জানিনা যে গুরুকে মর্ত্ত বুদ্ধি করে—বৈষ্ণবকে সাধারণ জ্ঞান করে কখন আমরা গুরু কৃপা পেতে পারিনা। আজ এই শুভ মঙ্গল তিথি বাসরে, প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ও ভজন সিদ্ধিময় এই বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুপূজা মহোৎসবে শ্রীগুরুদেবের চরণে এই প্রার্থনা জানাই যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন এই হরি গুরু বৈষ্ণবের ছত্রছায়ায় থেকে তাদের আশয় বুঝে গুণ মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারি ও নিরলস সেবা বৃত্তি দ্বারা মানবজন্ম সার্থক করিতে পারি। ❑

গত ২৭শে মার্চ, রবিবার, ২০১১ সংবাদ পত্র "প্রয়াগ"-এ প্রকাশিত গৌড়ীয় মিশনের সংস্কৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধনের হলফনামা প্রতিকৃতি নিম্নে প্রদর্শিত হল—

সংস্কৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হল গৌড়ীয় মিশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৬ মার্চ ঃ শনিবার বিকেল পাঁচটায় বাগবাজার কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রিটের গৌড়ীয় মঠে উদ্বোধন হল সংস্কৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের। এই কেন্দ্রে সংস্কৃত শিক্ষার পাঠ শুরু হবে ৬ এপ্রিল থেকে। প্রতিটি কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস করে এবং আর্থিক মূল্য ৬০০ টাকা।

মিশনের অন্তর্গত এবং বহিরাগতরাও সুযোগ পাবেন এখানে পাঠচর্চা করার। বুধ, শুক্র এবং শনি বিকেল ৫-৭ টা পর্যন্ত এই পাঠদান চলবে। এছাড়াও গৌড়ীয় মিশনের পক্ষ থেকে আধ্যাত্মমূলক সাহিত্য যেমন বেদ, ভাগবত, গীতা, পুরাণের ওপরে পরীক্ষামূলক ভক্তিশাস্ত্রের কোর্সও চালু হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধান ডঃ অয়ন ভট্টাচার্য ও অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন আসাম প্রদেশের শিলচরের কাছাড় কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত ডঃ সুকুমার ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য গণ্যমান্য শিক্ষাবিদগণ।

"গৌরলীলা কথা"

অনিমা দাসী, জলপাইগুড়ি

ভক্ত ও ভগবানের বন্ধনই অচ্ছেদ্য একথা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভু তাঁর প্রত্যেকটি লীলাতে স্পষ্টভাবে জগতকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। ভগবান্ ভক্তকে ছাড়া থাকতে পারেন না আবার ভক্তও ভগবানকে ছাড়া থাকতে পারেন না। ভগবানকে কিভাবে সুখী করা যায়, তাঁর পূজা পদ্ধতি কি, এ সমস্তই মহাপ্রভু তাঁর ভক্ত জীবনে আচরণ করে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে গেছেন।

ইচ্ছাময় কৃষ্ণ তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কলিযুগে হলেন রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু গৌরসুন্দর। গৌরাঙ্গ অবতারের মূল প্রয়োজন এবং গুহ্য কারণ ছিল তিনটি—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভ
ওদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

(চৈঃ চঃ)

গৌরাঙ্গ নিজেকে লোকসমক্ষে কখনও ভগবান্ বলে প্রচার করেননি ঠিকই কিন্তু তিনি শ্রীবাস গৃহে লোকচক্ষুর অগোচরে নিশাকালে "সাত প্রহরিয়া" অর্থাৎ ২১ ঘণ্টাকাল মহাভাব প্রকাশ করতেন ও শ্রীবাসগৃহে 'বিষ্ণুখট্টা'তে উপবেশন করে বিভিন্নলীলার মাধ্যমে তিনিই যে বিষ্ণু, তাঁর একান্ত ভক্তগণের নিকট তার প্রমাণ রেখে গেছেন।

এভাবে কোন একদিন গৌরসুন্দর তাঁর ঐশ্বর্য্যলীলা প্রদর্শনার্থ একান্ত ভক্তপ্রবর শ্রীধর ঠাকুরকে নিজসমীপে আনয়ন করবার জন্য ভক্তগণকে আদেশ করলেন।

শ্রীধর ঠাকুর একজন অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ হলেও তিনি ছিলেন সত্যে প্রতিষ্ঠিত ভক্ত। তিনি দিবারাত্রি কৃষ্ণকীর্ত্তনে কালযাপন করতেন। প্রতিদিন বাজারে তিনি থোড়, মোচা, কলা বিক্রি করে জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন এবং রাত্রিকালে সারারাত জেগে অনর্গল উচ্চৈস্বরে হরি কীর্ত্তন করতেন। গ্রামের পাষন্তিরা খুব বিরক্ত বোধ করতেন, পাষন্তিরা বলতেন শ্রীধর ক্ষুধার জ্বালায় সারারাত ক্রন্দন করেন। শ্রীধর তাতে কর্ণপাত না করে, সর্বদা কৃষ্ণ কীর্ত্তনরসামৃত পান করতেন।

শ্রীধর নিজের আত্মমঙ্গলের জন্য এবং সমস্ত জীব জগতেরও যাতে কল্যাণ হয় তার জন্যই ছিলেন কৃষ্ণধনে ধনী। বস্তুত তাঁর কোনও অভাব থাকতে পারে না।

কৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বলেছেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্ততো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাঃ যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥"

তাই শ্রীধর ছিলেন কৃষ্ণের একজন অনন্যভক্ত। প্রতিদিন তিনি যেটুকু উপার্জন করতেন তার অর্দ্ধেক দিয়ে গঙ্গাপূজা করতেন ও বাকিটুকু দিয়ে ভগবানের ভোগ দিয়ে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন করতেন।

প্রতিদিন বাজারে শ্রীধর থোড়, কলা, মোচা যখন বিক্রি করতেন গৌরসুন্দর সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন। ভক্তের দ্রব্য যে ভগবান কেড়ে কেড়ে খান কিন্তু অভক্তের দ্রব্যের দিকে কখনও দৃষ্টিপাতও করেন না এটা প্রদর্শনের জন্যই মহাপ্রভু ভক্তের সঙ্গে এই লীলাটি করলেন। লীলা আস্বাদনের নিমিত্ত গৌরাঙ্গ শ্রীধরের সাথে দর কষাকষি করতেন।

মহাপ্রভুর আদেশক্রমে সকল ভক্তগণ শ্রীধরের জীর্ণ কুটিরে উপস্থিত হলেন এবং প্রভুর আদেশের কথা জানালেন।

শ্রীবাস গৃহে আনীত শ্রীধরকে দেখে মহাপ্রভু পরম আহ্লাদিত হলেন এবং শ্রীধরও প্রভুর অপূর্বরূপ দর্শন করে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন।

একটু পরে, বাজারে শ্রীধরের সাথে দর কষাকষি নিয়ে প্রভু যে সকল লীলা করতেন মহাপ্রভু তা শ্রীধরকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন। তৎপরে মহাপ্রভু শ্রীধরকে তাঁর অপূর্ব ঐশ্বর্য্যরূপ দর্শন করালেন। এতে শ্রীধর অতীব বিস্মিত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

মহাপ্রভু শ্রীধরকে স্তব করতে আদেশ দেন কিন্তু শ্রীধর তাঁর মূঢ়তা প্রকাশ করেন। প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীধরের জিহ্বায়ে সরস্বতী অবস্থান করলেন এবং শ্রীধর স্তব করতে থাকেন।

স্তবের শেষে মহাপ্রভু শ্রীধরকে বর দিতে চাইলেন।

শ্রীধর কোন বর প্রার্থনা না করায় মহাপ্রভু তাঁকে অষ্টসিদ্ধি দান করতে চাইলেন।

মুহূর্তে শ্রীধর সর্বসিদ্ধি অগ্রাহ্য করলেন এবং মহাপ্রভুর নিকট শুধুমাত্র তাঁর নিত্য দাসত্ব বৃত্তিতাই প্রার্থনা করেন।

তিনি বললেন—

''যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ ॥''

সকল বৈষ্ণবগণ শ্রীধরের কৃষ্ণপ্রেম দেখে আকুল হয়ে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতায়—আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাষু ও জ্ঞানী এরা সকলেই কৃষ্ণের সকাম ভক্ত। এই চতুর্বিধ কামনা ছেড়ে দিতে পারলেই জীবের শুদ্ধভক্তিলাভে যোগ্যতা হয়। শ্রীধর একজন ছিলেন শুদ্ধ ও নিকাম ভক্ত। তিনি ভগবানের দাসত্বের আস্বাদে আস্বাদিত ছিলেন।

একজন শুদ্ধভক্তের নিকট ভক্তির চেয়ে বড় পাওনা কিছুই নেই। প্রাপ্রঞ্চিক লীলা সমাপন করার প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছিলেন—

''ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥''
(ভাঃ ১১।১৪।২০)

তাই শ্রীধর ভক্তির কাঙ্গাল হয়ে ভগবানকেই লাভ করলেন। ❑

শ্রীনবদ্বীপ ধামে গৌরকথা সপ্তাহ ও পরিক্রমা

শ্রীপাদ সদানন্দ দাস (কোলকাতা)

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে এ বছর শ্রীগোদ্রুমধামে প্রায় ১৫ দিন ব্যাপী গৌরকথা সপ্তাহ ও শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাসপূজার অব্যবহিত পরে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীশ্রী মদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে গত ৭ই মার্চ, ২০১১ হতে ১৩ই মার্চ পর্য্যন্ত গৌরকথা সপ্তাহ করেন। প্রত্যহ সকাল ৯টা হতে ১১টা এবং বিকাল ৩টা হতে ৫টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন সহযোগে এই পাঠ চলে। মঠের মঠাধ্যক্ষ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বিভিন্ন স্থান হতে আগত ভক্তগণ উক্ত কথা শ্রবণে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমাসূচক কীর্ত্তনধ্বনিতে মঠে এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কথার প্রারম্ভ দিবসে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব ভাষণ প্রদান পূর্বক গৌরকথা শ্রবণের মহিমা বিষয়ে বলেন। সেইসঙ্গে গৌরকথা সপ্তাহের সমাপ্ত দিবসে অর্থাৎ ১৩ই মার্চ অধিবাস তিথি বাসরে শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার মহিমার বিষয়ে কীর্ত্তন করেন।

১৪ই মার্চ শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার প্রথম দিবস। শ্রীগুরুবর্গের অশেষ কৃপায় এবছর পরিক্রমা সুষ্ঠভাবে হয়েছে। সকাল ৭-১৫ মিনিটে পরিক্রমা শুরু হয়। প্রথম দিনের পরিক্রমা শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ। শ্রীরুদ্রদ্বীপে বেলা ৯টায় পরিক্রমা পৌঁছায়। তথায় আরতি ও পরিক্রমা অন্তে বৈঠকী কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীধাম মহিমা কীর্ত্তন করেন। পরে পরিক্রমা বেলা ১টায় সীমন্তদ্বীপে পৌঁছায়। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবও তথায় কীর্ত্তন পার্টির অপেক্ষায় ছিলেন। সেখানে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীপাদ সেবিত মদনগোপালের পরিক্রমা ও আরতি অন্তে শ্রীল গুরুদেব ও শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ ধামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সকল ভক্তগণকে একত্রে মুড়ি প্রসাদ বিতরন করা হয়। সন্ধ্যা ৭টায় পরিক্রমা কাজীর সমাধি দর্শন করে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৫/৩/১১ তারিখের পরিক্রমা শ্রীকোলদ্বীপ ও শ্রীঋতুদ্বীপ। সকাল ৭টায় পরিক্রমা গঙ্গা পার হয়ে শহর নবদ্বীপের উপর দিয়ে পোড়ামাকে প্রণাম

করে চাঁপাহাটিতে পৌঁছায়। তথায় আরতি ও পরিক্রমা অন্তে উচ্চবেদীতে বসে পাঠ কীর্ত্তন করা হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ ধাম মহিমা কীর্ত্তন করেন। সেখান থেকে বিদ্যানগর হয়ে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে পরিক্রমা মঠে ফিরে আসে।

তৃতীয় দিবস, অর্থাৎ ১৬/৩/২০১১ তারিখের পরিক্রমা শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ। এদিন ছিল আমলকী একাদশীর ব্রতোপবাস। পরিক্রমা ঠিক সকাল ৬-৩০ টায় রওনা হয়। প্রথমে সুরভীকুঞ্জে দর্শন ও প্রণাম করে স্বানন্দসুখদ কুঞ্জে প্রবেশ করে। মহা হরিসংকীর্ত্তন ধ্বনিতে কুঞ্জ মুখরিত হয়। শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন কুটীর ও সমাধি দর্শন, আরতি ও পরিক্রমার পর শ্রীল গুরুদেব বৈষ্ণবগণসহ বৈঠকী কীর্ত্তন করেন এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রাকৃত মহিমা গদগদ স্বরে কীর্ত্তন করেন। জয়দান পূর্ব্বক পরিক্রমা হরিহরক্ষেত্রের দিকে রওনা হয়। তথায় নৃত্য কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ ধামমহিমা কীর্ত্তন করেন। তারপর পরিক্রমা সুবর্ণ বিহারে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে মধ্যদ্বীপের দিকে পরিক্রমা রওনা হয়। দ্বিপ্রহরে বৈষ্ণবগণ শ্রীল গুরুদেবের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে মহোল্লাসে কীর্ত্তন করেন। আরতি পরিক্রমার পর কিছুক্ষণ নৃত্য করা হয়। তারপর তেঁতুল তলায় বসে পাঠকীর্ত্তন করা হয়। অনুকল্প সেবনান্তর পরিক্রমা হংসবাহন শিব দর্শন করে মঠে ফিরে আসে।

চতুর্থ দিবস অর্থাৎ ১৭ই মার্চ শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীজহ্নুদ্বীপে জহ্নু মুনির স্থানে বসে কীর্ত্তন করা হয়, পরে শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে পরিক্রমা মোদদ্রুমদ্বীপে প্রবেশ করে। তথায় শ্রীসারঙ্গ মুরারীর পাট ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাট দর্শন, আরতি ও পরিক্রমাদি করার পর সন্নিকটস্থ আমবাগানে বসে পাঠ কীর্ত্তন করা হয়। সেখানে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব ভাষণ প্রদান করেন ও শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ ধাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। পরে ফেরার পথে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শন করে যাত্রীগণ মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

পরদিবস ১৮ই মার্চ শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। এদিন প্রাতঃকালেই পরিক্রমা বেরিয়ে যায় মায়াপুরের উদ্দেশ্যে। ২০ ঝুড়ি সিদা, বস্ত্র ও ফুলমালাদি সঙ্গে শ্রীল গুরুদেব পরম হর্ষভরে মায়াপুর যোগপীঠে উপস্থিত হয়ে ভুলুণ্ঠিত প্রণাম করেন। মহাকীর্ত্তনের ধ্বনিতে মায়াপুর মুখরিত হয়ে উঠে নৃত্য কীর্ত্তন দেখে পবন দেবতা মৃদুমন্দ নৃত্য করতে থাকেন। প্রথমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি দর্শন ও আরতি করার পর যোগপীঠ মন্দির ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা দর্শন, আরতি ও পরিক্রমাদি করা হয়। মঞ্চোপরি শ্রীল গোস্বামীপাদ উপবেশন পূর্ব্বক কয়েকটি গৌরমহিমাসূচক কীর্ত্তন করান ও স্বয়ং মহাপ্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করে শ্রীনৃসিংহ মন্দির, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রী অদ্বৈত ভবন, চন্দ্রশেখর ভবন দর্শন করে পরিক্রমা মঠে ফিরে আসেন। মঠে সন্ধ্যায় গুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পরদিন অর্থাৎ ১৯/৩/১১ তারিখ শ্রীগৌরজয়ন্তী মহোৎসব। ভোর ৩টা হতে জয়বন্দনা, চৈতন্যভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন শুরু হয়। চর্তুদিকে ভক্তিগ্রন্থ পারায়ন চলতে থাকে। মঙ্গল আরতি, পরিক্রমা ও বৈঠকী কীর্ত্তনাদির পর সকাল ১০টায় ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা হয়। প্রায় ২৫ জন ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা দেন। ১০-৩০ মিঃ থেকে ব্যাণ্ডপার্টিসহ হোলি খেলা হয়। দুপুর ২-১৫ মিঃ থেকে গৌরাঙ্গ স্মরণমঙ্গলস্তোত্র পারায়ন করা হয়। তারপর ৩.৩০ মিঃ থেকে ধাম প্রচারিণী সভা শুরু হয়। শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীসন্ত মহারাজ, শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ আদি বৈষ্ণবগণ ধাম ও গৌর মহিমা কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব ভাষণ প্রদান করেন। সন্ধ্যা ৬টায় দীপাবলী মহোৎসব শুরু হয়। তারপর গুরুবর্গের আরতি অন্তে আবির্ভাব কীর্ত্তন শুরু হয়। রাত্রিতে আবির্ভাব পূজা, অভিষেক ও ভোগাদি অন্তে আরতি করা হয়। ঐ দিন রাত্রি ১২টায় গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক "শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রোদয়" নামক নাটক পরিবেশন করা হয়।

পরদিন জগন্নাথ মিশ্র গৃহে মহা মহোৎসব। মধ্যাহ্নে প্রায় দশ হাজার ভক্ত মহাপ্রসাদ সেবন করেন। এইভাবে মহাসমারোহের সহিত উৎসব সমাপ্তি হয়। ❑

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারণী বিবরণী

শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ (সহসেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে গত ১৯শে মার্চ ২০১১, ৫২৫ তম বর্ষপূর্তি গৌরাবির্ভাব বাসরে বেলা ৩.৩০ টায় শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারণী সভার কার্য্য শুরু হয়। শ্রীগুরুবর্গের জয় বন্দনান্তে এবং মহাজন কীর্ত্তনাবলীর পর মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ তাঁর ভাষণে 'ধাম প্রচারিণী সভার' উদ্দেশ্য, সভার সভ্যগণের যোগ্যতা এবং মিশনের বর্তমান সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও গৃহীভক্তগণের গৌরধাম সেবার নিরলস প্রচেষ্টা বিষয় উল্লেখ করেন। বিশেষতঃ পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের প্রচার বৈশিষ্ট্য এবং মিশনের প্রবীণ বৈষ্ণবগণ যথা গোদ্রুম মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ভক্তিআশয় আশ্রম মহারাজ, কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুঠির মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রিয় মাধব মহারাজ প্রভৃতির সেবাচেষ্টারও প্রসংশা করেন।

বিগত গৌরাব্দের যারা অপ্রকট হইয়াছেন যথা মেদিনীপুর জেলাস্থিত ধূলিয়াপুর গ্রাম নিবাস শ্রীযুক্তা প্রণতীবালা দেবী ও রাঁচি জেলাস্থ পাত্রাহাট্ট গ্রাম নিবাসী শ্রীজগৎতারণ দাস অধিকারী এবং পাটনা মিঠাপুরস্থিত শ্রীপাদ ব্রজবিহারী দাসাধিকারী নাম সেবাসচিব মহোদয় উল্লেখ করেন।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা প্রচার উদ্দেশ্যে ৫টি প্রচার পার্টি বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, বিহার ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে গৌরবাণী প্রচার করেন।

সমাজসেবামূলক কার্য

গত ২১/০৮/২০১০ বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও মেডিক্যাল ভ্যান-এর উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত শ্যামলকুমার সেন, কাশীপুর অঞ্চলের বিধায়ক শ্রীযুক্ত তারক বন্দোপাধ্যায়, স্থানীয় পৌরমাতা শ্রীমতি মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী মিঃ ডি. আশিষ এবং উমেন্স কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতি মহুয়া দাস প্রভৃতি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৫০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয় সকাল ৯.৩০ হইতে ১২.৩০ পর্য্যন্ত।

গত ৩/১/২০১০ দুর্গাপুর শহরের নিকটে এবং রাজবাঁধ স্টেশনের সন্নিকটে আমলাজোড়া গ্রামস্থিত মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে আয়োজিত একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবিরে ২০০ জন অসুস্থ ব্যক্তির ব্লাডসুগার টেষ্ট ও ব্লাডপ্রেশার পরীক্ষাদি সেবামূলক কার্য করা হয়।

গত ১৩/৩/২০১১ তারিখ হইতে ২০/৩/২০১১ তারিখ পর্য্যন্ত নবদ্বীপ ধামস্থিত শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমায় অংশগ্রহণকারী প্রায় ৬/৭ হাজার যাত্রীদের ৪দিন ব্যাপি নিঃশুল্ক চিকিৎসার ব্যাবস্থা করা হয়।

১৭/১২/২০১০ মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা ব্লকস্থিত নয়নপুর গ্রামের গৌড়নিত্যানন্দ মন্দির প্রাঙ্গনে গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক এক স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবিরে বেলা ১টা হইতে দুই ঘণ্টা ব্যাপী ৮০ জন রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া মিশনের অন্যান্য শাখা মঠ যথা বারাণসী, পাটনা, মুঘলসরাই, কুরুক্ষেত্র, মুম্বাই, কোলকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে নিয়মিত সমাজসেবা হইয়া থাকে।

গত ২৭/১১/২০১০ তারিখে মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের উদ্যোগে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের ২নং গেটের সম্মুখে এক বর্ণ্যাঢ্য পরিবেশে কাশীপুর অঞ্চলের বিধায়ক শ্রী তারক বন্দোপাধ্যায় এবং পৌরমাতা শ্রীমতি শিখা সাহার উপস্থিতিতে সেবাসচিব শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ স্থানীয় অঞ্চলের বহু দুঃস্থ দরিদ্র বস্তিবাসীদের শীতকালীন বস্ত্র কম্বল, চাদরাদি বিতরণ করেন।

শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পঞ্চশত বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে গত ৫ই মার্চ হইতে ৭ই মার্চ পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ব্যাপী মিশনের প্রধান কার্যালয় বাগবাজার মঠের অতিসন্নিকটে গিরিশ মঞ্চে আন্তর্জাতিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত

হয়। ৫ই মার্চ পূর্বাহ্নে মিশন পরিচালনায় নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা উত্তর কোলকাতা ও মধ্য কোলকাতার বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে মহাপ্রভুর শান্তিবার্তা সকলের গোচরীভূত করেন। ঐদিন অপরাহ্নে আয়োজিত অধিবেশনে উদ্বোধকরূপে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এম. কে. নারায়ণান, প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীশ্যামলকুমার সেন বিশেষ অতিথিরূপে এবং বিচারপতি কল্যাণজ্যোতি সেনগুপ্ত, এইচ. এইচ. রবিনসন ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীসমরেশ বন্দোপাধ্যায় সম্মানীয় অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। অনুরূপভাবে ৬ ও ৭ই মার্চ যথারীতি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের তাৎপর্য্য বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় শ্রীমাধবানন্দ দাস, ডঃ সুখেন্দুকুমার বাউর, ডঃ অয়ন ভট্টাচার্য্য, ডঃ উমা বন্দোপাধ্যায়, ডঃ সুদীপ্ত ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এবং মঠের সন্ন্যাসীগণ ভাষণ প্রদান করেন।

গত ২১শে মার্চ ও ২২শে মার্চ তারিখে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের উপস্থিতিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণ্যাখালি মৌজাস্থিত মৌতাসা গ্রামে বিশাল ভাগবত সভার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত দুইদিনের সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব শ্রীভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ, সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ অবধূত মহারাজ ও শ্রীপাদ গোবিন্দ মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন।

গত ২২শে এপ্রিল তারিখ হইতে মিশনের সেবাসচীব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ আমেরিকাস্থিত শ্রীভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠে শুভ গমন করেন। তথায় সপ্তাহত্রয় অবস্থান পূর্বক বিভিন্ন স্থানে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে, শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের নিকট প্রচুর পরিমাণে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তথা হইতে ১৯/৫/২০১০ তারিখে বাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করেন। তথায়ও প্রায় সপ্তাহত্রয় অবস্থান পূর্বক মঠে ও বিভিন্ন স্থানে শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের নিকট গৌরবাণী ও শ্রীমদ্ভাগবতের কথা কীর্ত্তন করেন।

গত ১৬/৪/২০১০ তারিখ হইতে ১৪ মে পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম মাসে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ যথাযথ শ্রীহরিকীর্ত্তন যোগে অনুষ্ঠিত হয় এবং পারমার্থিক ক্লাস গ্রহণ করা হয় এবং ভক্তিশাস্ত্র বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। সেবাসচীব ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ গত ১৬ এপ্রিল হইতে ২১ এপ্রিল পর্য্যন্ত সকাল ৯টা হইতে ১১.৩০ মিঃ শ্রীমদ্ভগবত ১ম স্কন্ধ এবং বিকাল ৩টা হইতে ৪.৩০ মিঃ দশমূল শিক্ষা ও রাত্রি ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ভক্তিবিনোদ গীতি সংগ্রহ গ্রন্থ আলোচনা করেন।

বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে মাসাধিক কাল ব্যাপী বার্ষিক উৎসব যথা জন্মাষ্টমি উৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের উপস্থিতি ও আনুগত্যে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। ১লা সেপ্টেম্বর ২০১০ শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীর অধিবাস দিব— অপরাহ্নে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আয়োজিত ভাগবত ধর্মসভায় প্রধান অতিথিরূপে সস্ত্রীক শ্রীবসন্ত কুমার বিড়লা (Corporate Industrialist) আসন গ্রহণ করেন ও ভাষণ প্রদান করেন।

গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে আসাম প্রদেশের রাজধানী গুয়াহাটির মাহেশ্বরী ভবনে গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের উপস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহা-আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আসামের রাজ্যপাল শ্রীজানকীবল্লভ পট্টনায়ক সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। গুয়াহাটি গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ প্রারম্ভিক ভাষণ এবং শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উল্লেখপূর্ব্বক হরিকথা পরিবেশন করেন। মহামান্য রাজ্যপাল অসমিয়া ভাষায় প্রবচন দেন। অতঃপর শ্রীল গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধীয় হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন।

গত ১৪ অক্টোবর ২০১০ হইতে ২০/১০/২০১০ পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ব্যাপী কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের উপস্থিতি ও আনুগত্যে ভাগবত কথা শ্রবণ ও ইষ্টগোষ্ঠী আলোচনা হয়। সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ প্রত্যহ সকাল ৯টা হইতে ১১.৩০ পর্য্যন্ত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৫২-১৭২ অনুচ্ছেদ পর্য্যন্ত ভক্তাভাস ও নামাভাস তৎপশ্চাৎ শ্রীমদ্ভাগবত কথা কীর্ত্তন করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব সকাল ৬.৩০ থেকে

৮.০০ পর্য্যন্ত বৈঠকী কীর্ত্তন করান ও কতিপয় কীর্ত্তনের অর্থ অলোচনা করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের ৫০০-বৎসর-পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্য ও উপস্থিতিতে দিল্লী গৌড়ীয় মঠে মিশন কর্ত্তৃক আয়োজিত দ্বি-দিবসীয় সেমিনার গত ১৮/১১ ও ১৯/১১/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে ভারত ও ভারতের বহির্দ্দেশ হইতে আগত বিদগ্ধ উচ্চপদস্থ ও উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও সজ্জনগণের উপস্থিতিতে মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ উপলক্ষে মিশন দ্বারা পরিচালিত ৩টি বাসযোগে বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ২৫০ যাত্রী কোলকাতা হইতে ৩রা নভেম্বর যাত্রা করিয়া পথে গয়া, কাশী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, বৃন্দাবন ও রাধাকুণ্ডাদি দর্শনান্তে গত ১৭/১১/২০১০ তারিখে দিল্লী গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্যতম গুরুদেবসহ শুভ গমন করেন। ১৮/১১/২০১০ দিল্লী গৌড়ীয় মঠ হইতে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন উপকণ্ঠ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মার্গ, অরবিন্দ সরণী, গৌতমনগর, হাউসকাস মার্কেট হইয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উক্ত দিন অপরাহ্ন ৫টায় আগষ্টক্রান্তি মার্গস্থিত শিরিফোর্ট অডিটোরিয়ামের ১নং হলে আয়োজিত ভগবর্দ্ধম সভায় প্রধান অতিথি শ্রীসুবোধকান্তি সহায়, Minister of Food Processing Industries, India এবং বিশিষ্ট অতিথি শ্রীমতি কিরণ ওয়ালিয়া, Minister of Health & Family Welfare, Women & Child Development, Languages, Govt of Delhi এবং সম্মানীয় অতিথিরূপে মাননীয় শ্রী অশোক কুমার গাঙ্গুলী, Justice Supreme Court of India আসন অলঙ্কৃত করেন এবং প্রবচন দান করেন।

বর্ত্তমান বর্ষে মিশন হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ—

১। শ্রীল গোস্বামীপাদের—শ্রীহরিকথামৃত ৫ম খণ্ড।
২। গৌড়ীয় মঠ কি?।
৩। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা (ছোটো)।
৪। কীর্ত্তন বীথিকা (বর্ত্তমান আচার্যকৃত)।
৫। শ্রীগৌরমণ্ডল পরিক্রমা ও নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য।
৬। দশমূল শিক্ষা।
৭। The Gaudiya Math.
৮। Sri Chaitanya Charitamrita.
৯। শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা (গৌরাব্দ ৫২৪, খ্রীষ্টাব্দ ২০১১-১২।
১০। শ্রীভক্তিপত্র।
১১। শ্রীভদ্ভাগতম ১ম স্কন্ধ।
১২। প্রেমপ্রদীপ।
১৩। একাদশী মাহাত্ম্য
১৪। শ্রীল হরিদেবের কথামৃত (৩য় খণ্ড)

নির্মাণ ও সংস্কারাদি কার্য্য

মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীনবদ্বীপ ধামস্থ শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠের উৎসবের বড় রন্ধন শালার নির্মাণকার্য্যে সমাপ্ত হইয়াছে। মেদিনীপুর চিরুলিয়াস্থ শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠের মন্দির ও নাট্যমন্দিরের নির্মাণ কার্য্য চলিতেছে। কোলকাতা গৌড়ীয় মঠের সেবক দোতালার ছাদ পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অনুদানে মেরামত কার্য্য করা হইয়াছে।

কুষ্ঠাশ্রম

পুরীধামস্থিত গৌরবাটসাহীতে কুষ্ঠাশ্রমে এবং আলালনাথ স্থিত কুষ্ঠাশ্রমে যথাযথ কুষ্ঠরোগীর সেবা-শুশ্রষা চলিতেছে।

বৃদ্ধাশ্রম

কোলকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৃদ্ধাশ্রমে এবং বারানসী গৌড়ীয় মঠে ও শ্রীগোদ্রামস্থ শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠের বৃদ্ধাশ্রমগুলিতে যথাযথ বৃদ্ধবৃদ্ধা ভক্তদের সেবা চলিতেছে। উক্ত বৃদ্ধাশ্রমগুলির উন্নয়নমূলক কার্য্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

২৪ পরগণার পৈলানস্থিত মহিলা ভক্তাশ্রমের যথারীতি সোকার্য্যাদি সম্পাদন করা হইতেছে।

১৯/৩/২০১০ তারিখে গোদ্রুমস্থ শ্রীসরস্বতী গৌড়ীয় মঠে শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মিশনের সেবাসচিব ধাম প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্যে এবং সভ্য হইবার যোগ্যতা বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণন করেন। উক্ত সভায় শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ অতিরিক্ত সেবাসচিব, শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর সন্ত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিচারু গোবিন্দ মহারাজ, শ্রী জগন্নাথ ভকত (কোলকাতা), শ্রীকেশব দাস (নূয়া পাটনা) প্রভৃতি ভক্তগণ ভাষণ দেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব ধামপ্রভু গৌরহরির অভূতপূর্ব করুণাবৈশিষ্ট্য বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ❑

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কোলকাতা- ৭০০ ০০৩,
ফোন-২৫৫৪-৪১৫৫, ২৫৩৩-৬৪১৮,
মো ঃ ৯০৫১৭৮১৪৯৩

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা মহোৎসব

বিপুল সম্মান-পুরঃসর নিবেদন—

গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য ও পরিব্রাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের আনুগত্যে ও পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ২২শে বৈশাখ, শুক্রবার ইং ৬ই মে ২০১১, শুভ অক্ষয়তৃতীয়া হইতে ১১ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার ইং ২৬শে মে পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একবিংশতি দিবস ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা মহোৎসব সংকীর্ত্তন মুখে যথাবিধি উদ্যাপিত হইবেন। প্রতিদুপলক্ষ্যে প্রত্যহ চন্দন লেপন, পুষ্প-শৃঙ্গারাদিসহ ভগবৎ আবির্ভাবাদি তিথিপূজা ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যাজনসহ ভুবনমঙ্গল শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক সাধুমুখ বিগলিত বীর্য্যবতী শ্রীহরিকথামৃত পান ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা সৌভাগ্য লাভ রূপ আত্মমঙ্গল বরণ করিলে সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার অবকাশ না পাইলে এই ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সাধ্যমত চন্দন, ফুল ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্যেও ন্যূনাধিক সাধনফল লাভ হয়।

পাপমোচনী একাদশী
৩০ মার্চ, ২০১১

নিবেদক
ত্রিদণ্ডীভিক্ষু শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব-পঞ্জী

২২শে বৈশাখ, ৬ই মে, শুক্রবার	—	অক্ষয় তৃতীয়া। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা আরম্ভ।
৩০শে বৈশাখ, ১৪ই মে, শনিবার	—	ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীর ব্রতোপবাস।
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৬ই মে, সোমবার	—	শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীর ব্রতোপবাস। প্রদোষে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের শুভাবির্ভাব।
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ২৫শে মে, বুধবার	—	শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভৌরী উৎসব।
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ২৬শে মে, বৃহস্পতিবার	—	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা সমাপ্তি।

দর্শনের সময়—প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা

বিশেষ আকর্ষণ ঃ

যথা-বিধি বহুবিধ সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা প্রত্যহ নিত্য নূতন শৃঙ্গার অনুষ্ঠিত হইবেন।

বিঃ দ্রঃ- প্রত্যহ ফুলের শৃঙ্গার ও চন্দন লেপনের ব্যবস্থার জন্য যে সমস্ত শ্রদ্ধালু ভক্তবৃন্দ সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অর্থানুকূল্য করিতে চান তাহাদের পূর্ব হইতে নাম লিপিবদ্ধকরিতে অনুরোধ জানানো হইতেছে।

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রশ্নপত্র

ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা - ১ম ভাগ

পূর্ণ সংখ্যা - ১০০ সময় - ২ ঘন্টা

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন
(প্রতিটি প্রশ্ন সমসংখ্যা বিশিষ্ট)

১। স্থান বৈশিষ্ট্য লিখুন ঃ—
উচ্চহাটা, মহৎপুর, গাদিগাছা, শরডাঙ্গা, গঙ্গানগর।

২। পরস্পর পার্থক্য প্রদর্শন করুন ঃ—
কাম ও প্রেম, গুরু ও বৈষ্ণব, বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ, বিলাস ও বিরাগ।

৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন ঃ—
কল্যাণকল্পতরু, বিশুদ্ধ সত্ত্ব, অচিন্তভেদাভেদ তত্ত্ব, মায়াশক্তির সম্বিৎ বৃত্তি।

৪। পয়ারগুলির মমার্থ লিখুন ঃ—

* 'গিরিরাজসুতা পরিবীতগৃহং
নবখণ্ডপতিং যতি চিত্তহরম্'
* 'শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ামতি জীবের দুর্লভ অতি
সেই বেশ্যা মতি লয় হরি।'
* 'তাকে জেতা কঠিন সংসারে।'

৫। ভক্তি সাধনে সাধকের স্তরভেদ লিখুন।

৬। দশমূল শিক্ষার ফলশ্রুতি কি? শ্লোক অবলম্বনে ব্যাখ্যা করুন।

৭। শরণাগতির কীর্ত্তন গুলির মধ্য হতে সাধ্যভক্তির একটি কীর্ত্তন লিখুন।

ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল

উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী

১। শ্রীপাদ সদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (কোলকাতা)
২। শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ (কোলকাতা)
৩। শ্রীপাদ হৃষিকেশ মহারাজ (গোওয়াহাটী)
৪। শ্রীপাদ নীলমাধব দাস ব্রহ্মচারী (কোলকাতা)
৫। শ্রীপাদ ধরণীধর দাস ব্রহ্মচারী (পাটনা)
৬। অম্বিকা দাসী (কোলকাতা)
৭। কমলা দাসী (কোলকাতা)
৮। শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ (কোলকাতা)

উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী

৯। শ্রীপাদ সিদ্ধান্তি মহারাজ (গয়া)
১০। চন্দ্রা দাসী (পৈলান)
১২। শ্রী হরিপদ দাস ব্রহ্মচারী (গোওয়াহাটি)
১৩। কৃষ্ণা দাসী (কোলকাতা)
১৪। কল্পনা দাসী (ওড়িশা)
১৫। বৃন্দা দাসী (বীরভূম)
১৬। শ্রী বিমলাপ্রসাদ দাস (বাংলাদেশ)